Defending Dignity. Fighting Poverty.

Action & Reflection

কেয়ার বাংলাদেশ মাসিক নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারী ২০১৩

TABLE OF CONTENT

- কান্ট্রি ডিরেক্টর থেকে বার্তা
- Action & Reflection এর নতুন সম্পাদকীয় কমিটিকে স্বাগতম
- মাঠ থেকে গল্প: আর না, সহিংসতা রুখতে গ্রামবাসীর একতা
- শিক্ষণীয়: GAAP গবেষণা থেকে SDVC প্রজেক্টের উপর প্রারম্ভিক ফলাফল
- কুইজ
- স্টাফ ইন ফোকাস
- সঞ্চালকদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ
- এ মাসের প্রশিক্ষণ
- ফেব্রুয়ারী মাসের পরিদর্শক
- এ মাসের পার্টনার এনজিও: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
- ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে কি কি হচ্ছে?

Action & Reflection

এখন থেকে নতুন ধাঁচে!

কান্ট্রি ডিরেক্টর থেকে বার্তা

ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় সবাইকে স্বাগতম। এবারের সংখ্যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কারণ এই প্রথমবার Action & Reflection নিউজলেটারটি বাংলা এবং ইংরেজী উভয় সংস্করণে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই মাসে আমাদের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক খবর যে কেয়ার গ্লোবাল জার্নালের ২০১৩ সালের ১০০ সেরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সপ্তম স্থান অর্জন করে। এছাড়াও ২০১২ সালে কেয়ারের অবস্থান ছিল সপ্তম।

গ্লোবাল জার্নাল অনুযায়ী, "মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা আন্ত যুদ্ধ বা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলা করে জরুরি ত্রাণ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নের বিশ্বে কাজ করে যাওয়ার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে যার মধ্যে কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল সন্দেহহীনভাবে অন্যতম। এছাড়াও, কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক মানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ক্রমাগতভাবে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। মাতৃ স্বাস্থ্য, ক্ষুধা নির্বাণ, লিঙ্গ সমতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশমন ও অভিযোজনের মত নানা বিষয়ের উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক বিতর্কে কেয়ারের উপস্থিতি ক্রমবর্ধমানভাবে জোরালো হয়ে উঠছে।"

উল্লেখ্য যে, কেয়ার বিশ্বব্যাপী মানবিক ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের উপ-তালিকায় তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। স্বাধীনতারও পূর্ববর্তী সময় ১৯৪৯ সাল থেকে কেয়ার বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে।

এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আমাদের পার্টনার এনজিও, ব্র্যাক ব্যতীত একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান যা গ্লোবাল জার্নালের সেরা ১০০ তালিকায় স্থান অর্জন করে।

এছাড়াও আমি সকলের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে আমরা ফেসিলেটেটরদের একটি দল গঠন করছি যারা কেয়ার কর্মীদের GED প্রশিক্ষণ দিবে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আমাদের মাঠ পর্যায়ের কাজে প্রয়োগ করবে। এ বছরের শুরুর দিকে জানুয়ারী মাসে একটি GED ToF অনুষ্ঠিত হয়। সারা বছরব্যাপী GED প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, আরো জানতে চোখ রাখুন Action & Reflection এ।

আমরা Action & Reflection উন্নয়নে অবিরত কাজ করে যাচ্ছি তাই আপনাদের ধারণাগুলি দয়া করে সুচিস্মিতা-কে পাঠাতে ভুলবেন না। আমরা বর্তমানে কান্ট্রি অফিসের কমিউনিকেশন নির্দেশিকা গঠনে কাজ করছি যা কেয়ার বাংলাদেশের সকল প্রকল্পের উপর বর্তায়মান হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবেন খুব শীঘ্রই।

সামনের ব্যস্ততম বছরের জন্য এ পর্যন্ত এতটুকুই।

আমাদের Action & Reflection এর নতুন সম্পাদকীয় কমিটিকে স্বাগতম

এই সুযোগে সকলকে আমাদের নতুন Action & Reflection সম্পাদকীয় কমিটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সম্পাদকীয়কমিটির তিনজন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন আমাদের অতি আপন সামাজিক বিশ্লেষণ ও শিক্ষণ টিম থেকে মুরাদ ভাই, প্রোগ্রাম সাপোর্ট-এর মুন্তাসার ভাই এবং সেতু প্রকল্পের মিজানুর ভাই।

চলুন সকলে মিলে আমরা এই নতুন সম্পাদকীয় কমিটিকে স্বাগত করি এবং আমাদের উৎসাহ ও সমর্থন জানাই।

মাঠ থেকে গল্প:

আর না, সহিংসতা রুখতে গ্রামবাসীর একতা

তেত্রিশ বছর বয়সী চঞ্চলা রাণী সূত্রধর কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য প্রোগ্রামের একজন বেনিফিশিয়ারি। চঞ্চলা সুনামগঞ্জ জেলার দেরাই উপজেলার বাউশী গ্রামের অধিবাসী।

এক বছর আগে, চঞ্চলা সৌহার্দ্য প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং সমন্বিত বাস্তু উন্নয়ন (CHD) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে নির্বাচিত হন। এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার আগে চঞ্চলা ও তার স্বামী দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন এবং তাদের ৪০ ডেসিমেল (প্রায় ১৭৪২৪ স্কয়ার ফুট) জমির ছোট বসতভিটায় থাকতেন।

সৌহার্দ্য প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চঞ্চলা অতিরিক্ত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কৌশল এর উপর প্রশিক্ষণ পান এবং বাস্তু উন্নয়নের কিছু সম্বল পান, যথা বিভিন্ন ফল ও সবজির বীজ, চারা ও তিনটি পাতিহাঁস।

চঞ্চলার আর্থিক ও বসতভিটার উন্নয়ন তখন সবে শুরু হয়েছিল, যখন তার চার সন্তানের একজন মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনে চঞ্চলা ৫০০০ টাকা (ইউএসডি ৬০) জরুরী ঋণ নেন যার কারণে চঞ্চলা তার ছোট জমির এক চতুর্থাংশ বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

চঞ্চলার কঠিন সময়ের সুযোগ নিয়ে তার জমির ক্রেতা জনার্দন সূত্রধর এবং তার দুই ভাই চঞ্চলার অবশিষ্ঠ জমিতে বেআইনীভাবে হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে গাছ রোপন করে। এতে চঞ্চলা বাধা দিতে গেলে চঞ্চলাকে নির্মমভাবে মারধর করা হয় এবং হুমকি দেওয়া হয় যে আর কোনো বাধার সৃষ্টি করলে চঞ্চলা ও তার পরিবারকে বসতভিটাহীন হতে হবে।

সৌহার্দ্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এ ঘটনার অবগত হওয়ার পর ইউনিয়ন পর্যায়ের সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা সমন্বিতভাবে স্থানীয় সালিসের ব্যবস্থা করে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যসহ গ্রামবাসীরা সকলে মিলে সিদ্ধান্তে পৌছায় যে জনার্দনকে অবৈধভাবে দখল করা জমি ফেরত দিতে হবে এবং চঞ্চলার সব আঘাতের চিকিৎসার খরচ বহন করবে।

গ্রামবাসীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা তাদের গ্রামে আর ঘটতে দেওয়া হবে না। এই ঘটনাটি সহিংসতা এবং অবৈধভাবে ভূমিদখলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রয়াশ ও ঐক্যতার একটি অন্যতম মাইলফলক।

গ্রাম উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, প্রানেশ বৈষ্ণব এর মতে, "এই ঘটনা ছিল আমাদের ঐক্যতা ও শক্তির পরীক্ষা। দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে সহিংসতার মাধ্যমে অবৈধভাবে জমি দখল বন্ধ করতে রুখে দাঁড়ানো ও সহায়ক ভুমিকা রাখা আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।"

(১) পারিবারিক আয় ও ব্যয় সার্ভে ২০১০; এবং জনসংখ্যা ও আবাসন আদমশুমারি ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চঞ্চলা রাণী অবৈধ জমি দখলের বিরুদ্ধে যিনি রুখে দাঁড়ান। ছবি: আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪ কোটির মধ্যে প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এই চরম দরিদ্র মানুষের মধ্যে মাত্র ৬ কোটি মানুষের (মোট জনসংখ্যার ৪.৬ শতাংশ) ভূমি (১) মালিকানা আছে। গড়ে ৫ বছরের নিচে ৪১ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। অতি দরিদ্র পরিবারসমূহ প্রায়শ অবৈধ জমি দখলের শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রে এইসব ঘটনা রিপোর্ট করা হয় না কারণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ক্ষমতাশীল কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করতে পারে না।

শিক্ষনীয়

SDVC প্রজেক্টের উপর GAAP গবেষণার প্রারম্ভিক ফলাফল

সম্প্রতি IFPRI এবং ILRI* এর নেতৃত্বে জেন্ডার, কৃষি, এবং সম্পদ প্রকল্প (GAAP) কেয়ারের SDVC প্রকল্পের উপর গবেষনার প্রারম্ভিক কিছু ফলাফল উপস্থাপন করে। গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য হল SDVC প্রকল্পের কাজ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে, সম্পত্তির মালিকানা এবং দুগ্ধকাজে নিয়োজিত কৃষকদের মুল্য ব্যবস্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে কতটুকু প্রভাব রাখতে পেরেছে।

GAAP এর নারী ক্ষমতায়ন উদ্যোগ শুরু হয় জানুয়ারী ২০১২ সালে। এর মূল উদ্দেশ্য হল দুগ্ধ মূল্য ব্যবস্থাপনায় লিঙ্গ সমতা আনা এবং ডেইরি ভ্যালু চেইনে নারীদের অংশগ্রহণে বাধা হ্রাস করতে SDVC প্রকল্পের হস্তক্ষেপ ও কাজের প্রভাব মূল্যায়ন বাস্তবায়ন করা।

SDVC / GAAP- নারী ক্ষমতায়ন উদ্যোগটি গবেষণায় পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে। গবেষণার শুরুর দিকে প্রথম বেসলাইন জরিপ ২০০৮ সালে সম্পন্ন করা হয় এবং এ বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে সর্বশেষ জরিপটি সম্পন্ন করা হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে নারীদের পারিবারিক মাসিক আয় পুরুষদের আয়ের অর্ধেক। গবেষণা থেকে প্রকাশ পায়, যে ব্যক্তি দুধ বিক্রি করে সাধারণত সে দুধ বিক্রি থেকে উপার্জিত আয় পরিচালনা করে। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, নারীরা কি ঘরের বাইরে গিয়ে বাজারে দুধ বিক্রি করার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধাগুলো অর্জন করতে পারে?

SDVC প্রকল্পের দরুণ এখন প্রকল্প থেকে সুবিধাভোগী এলাকায় ১২.৪ শতাংশ নারীর ব্যক্তিগত মালিকানায় গাভী আছে। দেখা গেছে, যে সকল নারীরা বর্তমানে গবাদি পশুর মালিক, তারা ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পূর্বাপেক্ষা সহজে নিতে পারেন। গবাদি পশু এবং দুগ্ধ ব্যবস্থাপনার কারণে গবেষণায় দেখা যায় যে নারী-পুরুষ উভয়ের কাজের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জানা যায় যে পুরুষরা সংসারে তাদের স্ত্রীর অবদানে প্রশংসা করছে। তবে, সাম্প্রতিক ফলাফল নির্দেশ করে যে মায়েদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও দুগ্ধ পরিচালনার সঙ্গে ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুরা পরিবারে সঠিক যত্ন পাচ্ছে না। গবেষনায় পাওয়া এই তথ্য আবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে সন্তান লালন-পালন আমাদের সমাজে কেবলমাত্র মায়েদের দায়িত্ব হিসাবে ধারণা করা হয়।

GAAP গবেষণা নারীদের সম্মুখে চারটি প্রধান বাধা চিহ্নিত করে: ১) কাজের চাপ, ২) সম্পত্তির আয় ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের অভাব, ৩) প্রতিষ্ঠান / প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন অর্জনে সীমিত সামর্থ; এবং ৪) সক্রিয়তার অভাব।

SDVC প্রকল্পের হস্তক্ষেপের ফলে নারীদের সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ধারণ করা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন, কিন্তু এখনো সম্পদের নিয়ন্ত্রণ পুরুষদের হাতে সীমিত। এছাড়াও, SDVC প্রোগ্রামের কাজে নারীদের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা তাদের কাজের চাপ বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। গবেষণার প্রারম্ভিক ফলাফলের উপসংহার হল যে নারীর উন্নয়নে যে সকল সামাজিক নিয়ম বাধা দেয় এবং নিরুৎসাহিত করে- সে সকল বিষয় নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। আর, উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে মহিলা দুধ সংগ্রাহক, নারী কৃষক সহ পশু স্বাস্থ্যকর্মীর প্রতি ক্রমাগত সহায়ক ভূমিকা রেখে যেতে হবে।

* IFPRI: ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট
ILRI: ইন্টারন্যাশনাল লাইভস্টক রিসার্চ ইন্সটিটিউট

GAAP গবেষণার ফলাফল: পুরুষ এবং নারীর ব্যবহৃত দৈনিক সময়

কুইজ!

১. CARE এর পূর্ণরূপ কি?

২. কোন সাল থেকে কেয়ার বাংলাদেশে কাজ শুরু করে?

৩. গ্লোবাল জার্নালের ২০১৩ সালের সেরা ১০০ এনজিও তালিকায় কেয়ারের অবস্থান কত?

উত্তর খুঁজে নিন অন্য পাতায়!

স্টাফ ইন ফোকাস

নির্বাণা মুজতবা অন্যান্য অংশগ্রহনকারীদের সাথে নেপালে

প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট টিম এর নির্বাণা মুজতবা, রিলেসনশীপ সেক্টর ম্যানেজার, গত ২৪ শে জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ CREA আয়োজিত "দক্ষিণ এশিয়া নারীবাদী নেতৃত্ব, আন্দোলন সংগঠন এবং অধিকার স্থাপন" কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। ট্রেনিং প্রোগ্রামটি নেপালে আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ২৭ জন প্রতিনিধি ট্রেনিং প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সহ শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভারত, ভিয়েতনাম এবং পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন অংশগ্রহণকারীরা। কোর্সের বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল নারী নেতৃত্ব ও দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে পিতৃশাসিত সমাজে নারীবাদী আন্দোলন গঠন।

নির্বাণা বলেন: " প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট টিম এর একজন সদস্য হিসেবে এবং প্রতিনিয়ত কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও নানা পরিস্থিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা- এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটিতে আমাকে দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে নারীর জীবন, ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিভাবে নারী উন্নয়নে করে যাচ্ছে তা বুঝতে সাহায্য করে। এই কোর্স থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা আমাকে বিভিন্ন মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীগুলোকে অন্তর্ভুক্তিকরণ ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব, সংলাপ এবং আলোচনায় লিঙ্গ সমতা ও নারী ক্ষমতায়ন বিষয়সমূহে শিক্ষিত করতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ও জোরদার করতে সাহায্য করবে। উপরন্তু, এই অভিজ্ঞতা আমাকে অন্যান্য PSE সহকর্মীদের আমাদের কর্ম পরিকল্পনায় নারী ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে সাহায্য করবে।"

সঞ্চালকদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ (ToF)

বিভিন্ন প্রকল্পের ১৮ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে কেয়ার বাংলাদেশ গত ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারী, ২০১৩ মোট ৪ দিনের জেন্ডার ট্রেনিং এর আয়োজন করে। হাবিবুর রহমান, কেয়ারের তৎকালীন জেন্ডার এডভাইজর ছিলেন ট্রেনিং এর মূল সঞ্চালক, সাজেদা ইয়াসমিন ও জ্যামী টার্জি ছিলেন সহ-সঞ্চালক।

ToF এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল AKIDO মডেল সম্পর্কে সকলকে অবগত করা যা মূলত: আমাদের "আমরা এখন কোন পর্যায়ে আছি", "অন্যান্যদের কাজ সম্পর্কে অবগত হতে" কি ধরনের সংলাপের দক্ষতা অর্জন করা উচিত এবং "সম্মিলিতভাবে" বিভিন্ন "প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া" ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত। AKIDO মডেল হল তিনটি মূল ধারণার সংমিশ্রণ: মাথা/মস্তিস্ক, হৃদয় এবং হাত।

এছাড়াও ট্রেনিংটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে সঞ্চালকদের মাঝে আস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে।

অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিম্নে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর মতামত তুলে ধরা হল:

"এটি একটি চমৎকার প্রশিক্ষণ"
"একজন ভাল সঞ্চালক হতে হলে সকলের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন এবং সঞ্চালনা করার দক্ষতা প্রয়োজন"
"সত্যিকারের পরিবর্তন কর্মপ্রক্রিয়া থেকে আসে"

কুইজ উত্তর!!

১. ১৯৪৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে Cooperative for American Remittances to Europe (কেয়ার) চালু করা হয়। বর্তমানে কেয়ার এর পূর্ণরূপ হল Cooperative of Assistance and Relief Everywhere বা বাংলায় "সহায়তা এবং ত্রান সমবায় সর্বত্র"।

২. ১৯৪৯ সালে।

৩. সপ্তম।

এ মাসের পার্টনার এনজিও

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন গ্লোবাল জার্নাল-এর ২০১৩ সালের বিশ্বব্যাপী সেরা ১০০ এনজিও'র তালিকায় ৭৬ তম স্থান অর্জন করে। ব্র্যাক ব্যতিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একমাত্র বাংলাদেশী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যা তালিকায় স্থান দখল করে।

১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কেবল বাংলাদেশের বৃহত্তম এনজিওসমূহের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি বরং গ্রামীণ ও শহুরে দারিদ্রতা নির্মূলে উন্নত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, প্রযুক্তি, মানবাধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্যতম একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল এর 'কমিউনিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র', যা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রোগ্রাম বেনিফিশিয়ারীসহ সকলের অংশীদারিত্বের উপর জোর দেয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" হিসেবে প্রতীয়মান।

কেয়ার বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মোট চারটি প্রকল্পে পার্টনার হিসেবে কাজ করছে। অতি সম্প্রতি কেয়ার বাংলাদেশ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নতুন প্রকল্প সীড-এগ্রিকালচার এর উপর কাজ শুরু করেছে যেখানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নেতৃত্ব দিবে এবং কেয়ার কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।

কেয়ার বাংলাদেশকে মিডিয়াতে ২০১২ ডিসেম্বর ও ২০১৩ জানুয়ারী মাসে মোট ৩১ বার উল্লেখ করা হয়েছে

উৎস: CARE BD This Week

এ মাসের প্রশিক্ষণ
স্টাফ সেফটি ও সিকিউরিটি

কেয়ার একাডেমী "স্টাফ সেফটি ও সিকিউরিটি" কোর্সটি সকল কেয়ার কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং কোর্সটি সম্পন্ন করার মেয়াদ ছিল ফেব্রুয়ারীর ১৪ তারিখের মধ্যে। যদি এখনো কোর্সটি শেষ করা হয়ে না থাকে, সকলকে অতিস্বত্বর কোর্সটি সম্পন্ন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কেয়ার একাডেমি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোর্সটি অনলাইন সম্পন্ন করতে পারেন অথবা, সিডি-রোমের মাধ্যমে কোর্সটি করতে এইচআরডি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন।

ফেব্রুয়ারী মাসের পরিদর্শক

দামিয়েন জুক্কা কেয়ার ফ্রান্স থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থা টিমের লাইফ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রমের পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে আসেন। লাইফ প্রকল্পটি দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের ২০১২ সালে বন্যাক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্টি নিয়ে কাজ করছে। দামিয়েনের মতে, "এটা আমার প্রথমবার বাংলাদেশে আসা। দলের সবাই আমাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বাগত জানিয়েছে। কেয়ার বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পেরে আমি অভিভূত।"

থমাস হেন্সমীন্ড এনং মাইকেল উলফগ্যাং ডিয়েটেরিচ কেয়ার অস্ট্রিয়া থেকে SEEMA প্রকল্পের উপর একটি তথ্যচিত্র বানাতে ও শুটিং করতে এসেছিলেন। তথ্যচিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন সতেরো বছর বয়সী মহিলা গার্মেন্টকর্মী। তথ্যচিত্রটির চিত্রগ্রহণ ঢাকা এবং নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার শিরোবিরো গ্রামে করা হয়েছিল। চিত্রায়নের সময় ঢাকায় প্রকল্প কার্যক্রম এবং শিরোবিরো গ্রামে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পারিবারিক অবস্থা তুলে ধরা হয়।

তথ্যচিত্রটি সম্পর্কে আরো জানতে SEEMA প্রকল্পের কল্পনা দিদি'র সাথে যোগাযোগ করুন।

ফেব্রুয়ারী মাসের পরিদর্শক

মারিয়া থেরেসা এনরিকস্: ডেপুটি রিজিওনাল ডিরেক্টর, আরমু, কেয়ার যুক্তরাষ্ট্র

ফারুক জিওয়া: সিনিয়র রিজিওনাল কারিগরী উপদেষ্টা, কেয়ার যুক্তরাষ্ট্র

ক্রিস্টোফার জোসেফ উইলিয়ামস: আঞ্চলিক রিজিওনাল ম্যানেজার, আরমু, কেয়ার যুক্তরাষ্ট্র

ব্রায়ান বার্জম্যান, ব্রেট স্মিথ এবং জীয়ফ্রী কিস্ত্রুক: মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড, ওহাইও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

কি কি ঘটছে ২০১৩ ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে?

ফেব্রুয়ারি ০৪-০৫, ২০১৩: EMPHASIS প্রকল্পের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা যশোরে অনুষ্ঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারী ১১-১২ এবং ১৪, ২০১৩: কেয়ার বাংলাদেশ প্রোগ্রাম সাপোর্ট টিমের জন্য Pamodzi কর্মশালা এবং প্রোগ্রাম ইনিশিয়েটিভ নেতৃবৃন্দের জন্য Pamodzi ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারী ১৩, ২০১৩: সৌহার্দ্য II মিড টার্ম পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারী ১৪, ২০১৩: কেয়ার বাংলাদেশ উদ্যমে উত্তরণে শতকোটি বিশ্বব্যাপী নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে আন্দোলনের অংশ হিসাবে মানব বন্ধন আয়োজন করে।

ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০১৩: সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারী ২৩-২৮, ২০১৩: GWEEI প্রকল্প পার্টনার এনজিওর কর্মী-প্রশিক্ষকদের জন্য এক সপ্তাহব্যপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

মার্চ ০৭, ২০১৩: SEEMA প্রকল্প গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করবে প্রকল্প এলাকা মিরপুর, ঢাকায়। আরো জানতে যোগাযোগ করুন কল্পনা দিদির সাথে।

মার্চ ০৮, ২০১৩: কেয়ার বাংলাদেশ হেড অফিস আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং স্টাফ ডে উদ্‌যাপন করবে। সকলকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল। আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন মনসুর ভাইয়ের সাথে।

মার্চ ২৪-২৬, ২০১৩: শিশু শ্রমিক প্রকল্প প্রাক-স্কুল শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করবে। আরো জানতে এডুকেশন এর রেজা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

মার্চ ২০১৩: রেজিন স্কারুবোয়ুইজ, কেয়ার যুক্তরাজ্যের ইমার্জেন্সি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মার্চের প্রথম সপ্তাহে কেয়ার বাংলাদেশ পরিদর্শন করতে আসবেন।

মার্চ ২০১৩: নাভ্রাজ গাওয়ালি, রিজিওনাল ডিরেক্টর, আরমু, মার্চের প্রথম সপ্তাহে কেয়ার বাংলাদেশ পরিদর্শন করতে আসবেন।

Action and Reflection আসন্ন সংস্করণ

আসন্ন সংস্করণের দ্বায়িত্ব আপনার উপর! নতুন কোনো খবর, ছবি বা ধারণা শেয়ার করতে চাইলে এবং Action and Reflection এ দেখা নির্দিষ্ট বিষয়ে আরো জানতে ইচ্ছুক?

যোগাযোগ ও সহায়তায় রয়েছে: সুচিস্মিতা: sroy@bd.care.org আনাহিতা: anahita@bd.care.org এবং মনসুর: mansur@bd.care.org